بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১২ অক্টোবর ২০১৯

ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে নতুন মসজিদের উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধান

ফ্রান্স সফরকালে মাহদী মসজিদ উদ্বোধন ও সেখান থেকে জুমু'আর খুতবা প্রদান করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, ১১ অক্টোবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে মাহদী মসজিদের উদ্বোধন করেছেন।

উক্ত মসজিদে ২৫০ জন মুসল্লীর নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রয়োজনে অপর একটি মাল্টিপারপাস হল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এই কমপ্লেক্সে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, অফিসকক্ষ সমূহ ও একটি গেস্ট হাউজ রয়েছে।

হুযূর আকদাস আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্মারক উন্মোচন এবং আল্লাহতা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়ার মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন করেন।

এরপর হুযূর আকদাস নবনির্মিত মসজিদ থেকে সাপ্তাহিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন এবং মসজিদে নিয়মিত নামায কায়েম করার ও ধার্মিকতার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

খুতবার শুরুতে তিনি পবিত্র কুর'আনের সূরা তওবার ১৮ নম্বর আয়াত পাঠ করেন:

"কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মুসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে যে আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এসব লোক হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।"

আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহর উপর ঈমান' আনার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"যারা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এতে নামায কায়েম করেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খোদাতা'লা এখানে বর্ণনা করেছেন। তার ঐ সকল মানুষ যারা এমনভাবে আল্লাহ্‌ উপর বিশ্বাস করেন যে, তারা আল্লাহতা'লাকে সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস বলে জ্ঞান করেন এবং তার বিশ্বাস করেন যে, তাঁর তুলনা অন্য সবকিছুই মূল্যহীন। এ মানের ঈমান অর্জন করার জন্য আবশ্যক হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে মাথা ঝুঁকানো তাঁর ইবাদত করা।"

পবিত্র কুর'আনের আয়াতটির উপর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা নামায কায়েম করেন শুধুমাত্র তারাই মসজিদ নির্মাণ ও এতে অবস্থান করা থেকে কল্যাণ লাভ করেন। তারা এমন মানুষ যারা কেবল দুনিয়াবাসীকে দেখানোর জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন না বরং তাঁরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করার প্রতিজ্ঞা করে থাকেন।"

মসজিদ নির্মাণের পুরস্কার সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্ধৃত করেন যিনি বলেন: **"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহতা'লা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ আবাস তৈরী করেন।"**

হুযূর বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করে বলেন যে, যদিও মসজিদ নির্মাণ একটি মহৎ কাজ, তথাপি এতে একজন ব্যক্তির উপর মসজিদের এ অধিকার আদায়ের দায়িত্বও বর্তায় যে, সে যেন নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করে।

এরপর বিশ্ব পরিস্থিতি এবং কিছু মসজিদের নেতিবাচকভূমিকার উল্লেখ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিবছর মুসলিমগণ হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করছেন। কিন্তু যে সকল মসজিদ সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দিচ্ছে সেগুলো তাদের ইবাদতকারীদের কখনও জান্নাতে নিয়ে যাবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ভয় (তাকওয়া) তৈরী এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকার পূর্ণ না করে সেসব মসজিদের ইমাম বা প্রধানরা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত বা নিজের ফিরকার স্বার্থ পূরণে সচেষ্ট। তথাকথিত আলেমরা এমন সব বিদ’আত উদ্ভাবন করে চলেছে যেসবের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই।”

ধার্মিকতা বিনয়ের দাবি করে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে হযরত মিরযা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা বিনয়ী হয়। তাদের কথাবার্তায় দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ থাকে না। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যারা ধার্মিক তারা যখন কারো সাথে কথা বলেন তখন মনে হয় যেন একটা নিষ্পাপ শিশু একজন বয়স্ক ব্যাক্তির সাথে কথা বলছে।"

এরপর হুযূর আকদাস মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় ধর্মানুরাগ এবং আল্লাহতা'লা ইবাদত ও তাঁর সৃষ্টির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি যেভাবে সদা বিনত থাকতেন তার বিষয়ে আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.) মানবতার অধিকার রক্ষার জন্য সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি কখনও নিজেকে বা নিজের প্রয়োজনকে নিয়ে উদ্বেলিত না হয়ে নিজের হাতে যা আসতো তা সকলের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি কখনও কোন অভাবগ্রস্ত মানুষকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন নি। তিনি সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এজন্য যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে চিন্তা করে দরূদ পাঠ করবে, সেই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নবীজী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার দিকে ঝুঁকবে।"

হুযুর আকদাস এরপর মসজিদ নির্মাণের দর্শন নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং একটি মসজিদ সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে নিয়মিত মানুষ সমবেত হয় এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজে একতা শক্তিশালী হতে থাকে।

এরপর হুযূর (আই.) ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ মসজিদের প্রসঙ্গে ফ্রান্স মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের প্রশংসা করেন যারা মসজিদের সম্পূর্ণ খরচ বহনের অঙ্গীকার করেছেন। একই সাথে হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদী মুসলিম পুরুষ (আনসার) ও আহমদী মুসলিম মহিলা (লাজনা)-দেরও পিছিয়ে থাকা উচিত না এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে ফ্রান্সে আরেকটি মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের চেষ্টা করা উচিত।

নবনির্মিত মসজিদ ও এর নির্মাণে যারা অংশ নিয়েছেন সকলের জন্য দোয়া করে হুযূর (আই.) খুতবা শেষ করেন।

হযরত মিরযা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহতা’লা এ নতুন মসজিদকে সব দিক থেকে আশীষমণ্ডিত করুন এবং এর নির্মাণে যে সকল তরুণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের সকলের উপরে রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন। আল্লাহতা’লা তাদেরকে শুধু আর্থিক কুরবানীই নয় বরং মসজিদ আবাদ করার গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দান করুন। খোদা করুন, যুবসমাজ ও বৃহত্তর পরিসরে জাম’তের সকলের ইবাদতের মান উত্তরোত্তর উন্নতি করুক।”

জুমু’আর খুতবা ও নামাযের পরে স্থানীয় সাংবাদিকরা হুযূর আকদাসের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।